সমাজতন্ত্রে পৌঁছনোর পথ-নকশা

গণতন্ত্রের যুদ্ধ জিতে নাও

ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাতিল কর

মজুরি প্রথা পুরোপুরি লোপ কর

বেকারি শেষ করতে চাকরি প্রথা বিলোপ কর

সবার জন্য প্রাচুর্য অর্জন কর আর পতাকায় পতাকায় খচিত কর:

প্রত্যেকের কাছ থেকে তাদের সাধ্য মত, প্রত্যেককে তাদের প্রয়োজন মত!

এক সমিতি, যার মধ্যে প্রত্যেকটি লোকেরই স্বাধীন বিকাশ হবে সকলের স্বাধীন বিকাশের শর্ত

“কমিউনিজম হচ্ছে ইতিহাসের ধাঁধার সমাধান, এবং তা জানে সে নিজে নিজেই হবে এই সমাধান।” - কার্ল মার্কস, *Private Property and Communism*, 1844

“প্রায়োগিকভাবে, কমিউনিজম শুধুমাত্র সম্ভব সমস্ত প্রধান জনসমষ্টিগুলির “সকলের একবারমাত্র” এককালের কর্মোদ্যম হিসাবে, যা উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিশ্বজনীন উন্নতি এবং তাদের সঙ্গে আবদ্ধ বিশ্বীয় সম্বন্ধ পূর্বাহ্নেই মেনে নেয়... পূর্বাহ্নেই মেনে নেয় বিশ্ব বাজার। কাজেই প্রলেতারিয়েত উপস্থিত থাকে কেবলমাত্র বিশ্ব-ঐতিহাসিকভাবে, ঠিক যেমন তার কার্যকলাপ কমিউনিজমের থাকতে পারে শুধু “বিশ্ব-ঐতিহাসিক” অস্তিত্ব। বিশ্ব-ঐতিহাসিক অস্তিত্ব স্বতন্ত্র সব ব্যক্তির, অর্থাৎ, স্বতন্ত্র সব ব্যক্তির যারা সরাসরি সংযুক্ত বিশ্ব ইতিহাসের সঙ্গে... কমিউনিজম আমাদের কাছে কোন বিষয়ঘটিত ব্যাপার নয়, যা কিনা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, নয় একটা আদর্শ যার সঙ্গে বাস্তবতাকে খাপ খাইয়ে নিতে [হবে]। আমরা কমিউনিজম বলি বাস্তব আন্দোলনকে যা বিলোপ করে বর্তমান অবস্থাকে। এই আন্দোলনের পরিবেশ পরিণতি পায় বর্তমানে প্রচলিত প্রতিজ্ঞা থেকে।” - মার্কস এবং এঙ্গেলস, *The German Ideology* (1845-46), Collected Works,Vol. 5, Progress Publishers, Moscow 1976, p. 49

এঙ্গেলস লক্ষ্য করেছেন “যে কমিউনিস্ট বিপ্লব নিছক একটা জাতীয় ব্যাপার নয়, বরং তা অবশ্যই ঘটবে একই সঙ্গে সমস্ত সভ্য দেশে... এ হচ্ছে একটি দুনিয়াজোড়া বিপ্লব, কাজেই এর প্রসার হবে দুনিয়াজোড়া।” (*Principles of Communism*, October, 1847)

আমাদের উদ্বেগ

“আমাদের উদ্বেগ কেবল ব্যক্তিগত সম্পত্তির কিছুটা রূপান্তর করার জন্য নয় বরং তা বিলোপ করার জন্য, শ্রেণীবিরোধ ধামা-চাপা দেওয়া নয় বরং শ্রেণীগুলির উচ্ছেদ ঘটানোর জন্য, বর্তমান সমাজের উন্নতি সাধন নয় বরং এক নতুন সমাজ স্থাপন করার জন্য।” – কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, *Address of the Central Committee to the Communist League …*
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/communist-league/1850-adl.htm

“প্রলেতারিয়েত তাদের দখলির নিজস্ব পূর্বতন পদ্ধতি উচ্ছেদ না করে এবং তার দ্বারা দখলির প্রত্যেকটি ভূতপূর্ব পদ্ধতির অবসান না ঘটিয়ে উৎপাদন শক্তির কর্তা হতে পারে না।... অতীতের ইতিহাসের প্রতিটি আন্দোলন ছিল সংখ্যালঘুর দ্বারা অথবা সংখ্যালঘুদের স্বার্থে আন্দোলন। প্রলেতারীয় আন্দোলন হচ্ছে বিপুল সংখ্যাগুরুর স্বার্থে বিপুল সংখ্যাধিক্যের আত্মসচেতন স্বতন্ত্র আন্দোলন।... কমিউনিস্টদের তত্ত্বকে এক কথায় প্রকাশ করা যায়: ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ।... বেচাকেনার অবসান... মেহনতি মানুষদের কোনো দেশ নেই... শৃঙ্খল ছাড়া প্রলেতারিয়েতের হারাবার কিছু নেই। তাদের জয় করবার জন্য আছে সারা জগৎ। দুনিয়ার মজুর এক হও! ” - মার্কস-এঙ্গেলস, Manifesto of the Communist Party, 1848.

“কাজেই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা শ্রমিকশ্রেণীগুলির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হয়ে উঠেছে... শ্রমিকশ্রেণীগুলির মুক্তির জন্য তাদের ভ্রাতৃপ্রতিম সংঘটন প্রয়োজন।” – (মার্কস, 1864, *Inaugural Address of the Working Men’s International* Association, Collected Works, Vol. 20, p. 12, Progress Publishers, Moscow, 1985)

শ্রমিকশ্রেণীর বন্ধনমুক্তি – মার্কসের পথনির্দেশক নীতিগুচ্ছ

“শ্রমের বন্ধনমুক্তি স্থানীয় নয়, নয় জাতীয়ও, তা কেবল একটি সামাজিক সমস্যা, আধুনিক সমাজ বিদ্যমান আছে এমন সমস্ত দেশকে জড়িয়ে নিয়ে, এবং তার সমাধানের জন্য নির্ভর করছে সবচেয়ে উন্নত দেশগুলির ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক বিষয়ে একমত হওয়ার উপর।” - International Working Men’s Association 1864, General Rules

“একই সময়ে, এবং মজুরি প্রথায় জড়িত সাধারণ দাসত্ব থেকে তফাতে সরে গিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর এইসব দৈনন্দিন সংগ্রামকে অতিরঁজিত করা উচিত নয়। তাদের ভোলা উচিত নয় যে তারা

লড়ছে ফলাফলের সঙ্গে, অথচ সেইসব ফলাফলের কারণগুলির সঙ্গে নয়; তারা কেবল নিম্নাভিমুখী গতিকে বিলম্বিত করছে, কিন্তু তার অভিমুখ পরিবর্তন করছে না; তারা উপশমক প্রয়োগ করছে, রোগ নিরাময় করছে না। সুতরাং তাদের কখনো না থামা পুঁজির আক্রমণ অথবা বাজারের পরিবর্তন থেকে অপরিহার্যভাবে আবির্ভূত এইসব অনিবার্য গেরিলা যুদ্ধে শুধুই কেবল নিবিষ্ট হয়ে থাকা উচিত নয়। তাদের বোঝা উচিত যে, এই ব্যবস্থা তাদের উপর একত্রে সমস্ত দুর্দশা চাপিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও, বর্তমান ব্যবস্থা একইসঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক গঠনবিন্যাসের বস্তু পরিস্থিতির জন্ম দেয়। "একটি ন্যায্য কাজের দিনের ন্যায্য মজুরি!" এই রক্ষণশীল নীতিবাক্যের বদলে তাদের পতাকায় খোদাই করা উচিত বৈপ্লবিক ঘোষণা "মজুরি প্রথার বিলোপ!" - মার্ক্স, Value, Price and Profit, CW, Vol. 20, pp. 148-49; Also at: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1865/value-price-profit/ch03.htm#c14

কার্ল মার্ক্স এবং শান্তিপূর্ণ বিপ্লব

১৮৭৮-এর নিম্নলিখিত একটি রচনাংশ, যা গুরুত্ব দিয়ে বলেছিল যে ঐরূপ রূপান্তর শান্তিপূর্ণ নাও থাকতে পারে, সেটি যে পার্লামেন্টীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পক্ষে মার্ক্স উল্লেখ করেছেন তা একটি ভাল উদাহরণ: "একটি ঐতিহাসিক অগ্রগতি 'শান্তিপূর্ণ' থাকতে পারে কেবল ততক্ষণ যতক্ষণনা সেই পথে সমাজের বর্তমান শাসকরা জবরদস্তি বাধা খাড়া করে। যদি, উদাহরণ হিসেবে, ইংল্যান্ডে অথবা যুক্ত রাষ্ট্রে, পার্লামেন্টে অথবা কংগ্রেসে শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যাগ রিষ্ঠতা অর্জন করে থাকতো তবে সে তার উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো আইন ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে আইনসম্মতভাবেই শেষ করতে পারতো, যদিও এমন কি এখানেও সেটা ঘটতো কেবলমাত্র যতদূর পর্যন্ত সামাজিক উন্নতি তা অনুমোদন করতো। কেননা 'শান্তিপূর্ণ' আন্দোলনটিকে এখনো 'হিংসাত্মক' করে ফেলা যেতো তাদের বিদ্রোহ দ্বারা যাদের স্বার্থ পুরাতন প্রথায় সন্নিবদ্ধ। যদি তখন তেমন সব লোকেদের জোরপূর্বক দমন করা হোতো (যেমন ঘটেছিল আমেরিকার গৃহযুদ্ধে এবং ফরাসি বিপ্লবে), তবে তারা গণ্য হোতো 'বৈধ' শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হিসেবে।"
লক্ষ্য করুন যে পার্লামেন্টীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের কাজ আইন করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা নয়, কেবল শ্রমিকশ্রেণীর সমগ্র আন্দোলনের বাধাসমূহ সরিয়ে ফেলা।

Source: German: http://www.dearchiv.de/php/dok.php?archiv=mew&brett=MEW034&fn=487-500.34&menu=mewinh English translation: https://libcom.org/library/karl-marx-state

- "বিবেচনা করি যে সম্পত্তিওয়ালা শ্রেণীগুলির যৌথ ক্ষমতার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী একটি শ্রেণী হিসেবে কাজ করতে পারে না যদি সে নিজেকে সম্পত্তিওয়ালা শ্রেণীগুলির দ্বারা গঠিত সমস্ত পুরোনো পার্টির বিরুদ্ধে পৃথক একটি পলিটিক্যাল পার্টিতে সংগঠিত না করে। আরও এই যে যাতেকরে সামাজিক বিপ্লবের এবং তার চূড়ান্ত যে লক্ষ্য - সমস্ত শ্রেণীর উচ্ছেদ - তার বিজয় নিশ্চিত হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে শ্রমিকশ্রেণীর একটি পলিটিক্যাল পার্টিতে এই সংগঠিত হওয়াটা অপরিহার্য।" - *Resolution IX, London Conference of the International, 1871*

১৮৮০: সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং রাজনৈতিক আত্ম-সংগঠন

"বিবেচনা করি যে উৎপাদনক্ষম শ্রেণীর শৃঙ্খল-মোচন হচ্ছে সমগ্র মানবকুলের শৃঙ্খল-মোচন, লিঙ্গ এবং জাতি ব্যতিরেকে:

যাতে উৎপাদকরা স্বাধীন হতে পারে ততদূরই যতদূর পর্যন্ত উৎপাদনের উপকরণসমূহ থাকে তাদের দখলে;

যাতে উৎপাদনের উপকরণসমূহ তাদের অধিকারে থাকার ক্ষেত্রে কেবল দুরকম সংগঠন আছে:

১। একক, যা কখনো সাধারণভাবে বিদ্যমান ছিল না, আর যা ক্রমশ বেশী বেশী মাত্রায় বিলুপ্ত হয়ে চলেছে শিল্পের প্রক্রিয়ার দ্বারা;

২। যৌথ, যার বস্তুগত এবং বুদ্ধিগত উপাদানসমূহ গড়ে উঠছে পুঁজিবাদী সমাজের অতিশয় উন্নতির ফলে।

বিবেচনা করি যে এই যৌথ দখল শুধুমাত্র উৎপাদনক্ষম শ্রেণীর - অর্থাৎ একটি পৃথক পলিটিক্যাল পার্টিতে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের কার্যকলাপের ফলাফলই হতে পারে।

ততদূর পর্যন্ত ঐরূপ এক সংগঠন গড়তে সাগ্রহে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে প্রলেতারিয়েতের আয়ত্বাধীন উদ্দেশ্যসাধনের যাবতীয় উপায় প্রয়োগ করে - প্রয়োগ করে সর্বজনীন ভোটাধিকার,

এমনভাবে বদলে নিয়ে যাতে করে এপর্যন্ত প্রতারণার হাতিয়ার হয়ে আসা থেকে তা হয়ে ওঠে মুক্তির হাতিয়ার।”

- Written on about May 10, 1880
  Printed according to *L'Égalité,* No.24, June 30, 1880, checked with the text of *Le Précurseur*
  First published in *Le Précurseur,* No. 15. June 19, 1880
  Translated from the French

“পার্লামেন্টে শ্রমের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব পাবার জন্য, পাশাপাশি মজুরি প্রথার উচ্ছেদের প্রস্তুতির জন্য, সংগঠনসমূহ প্রয়োজনীয় হবে, পৃথক পৃথক বৃত্তির দরুন পৃথক পৃথক নয়, বরং সংঘবদ্ধ দল হিসেবে শ্রমিকশ্রেণী। আর যতো দ্রুত তা করা যায় ততোই উত্তম।...” (Engels, *Trades Unions*, written on about May 20, 1881, C.W. 24, pp. 386-89)

বাধ্যতামূলক প্রতিনিধি হিসেবে সব এম পি-দের নির্বাচন করো পার্লামেন্টগুলিকে আচ্ছন্ন করে নিতে এই হুকুম দিয়ে পাঠিয়ে যে তারা ঘোষণা করবে : সমস্ত সম্পত্তিসংক্রান্ত এবং রাষ্ট্রাধীন অধিকার খারিজ হল যার দ্বারা পৃথিবীর উপরে এবং ভিতরে বিদ্যমান সবকিছুই বর্তাচ্ছে সমগ্র মানবসমাজের সর্বজনীন ঐতিহ্যে। এই ঘটনা সমগ্রভাবে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের যাবতীয় বাধা অপসারণ করবে এবং মানবসমাজকে প্রবেশ করাবে স্বাধীনতার এলাকায় বিশ্ব সমাজতন্ত্রের অভিমুখে।

• সোসালিষ্টরা ব্যক্তি বিরোধী নয়, পুঁজিবাদ বিরোধী।
• সোসালিজম কখনো কোথাও পরখ করাই হয়নি।
• যখন তা করা হবে তখন তা প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিশ্বজুড়ে।
• বিশ্বসমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পথে শ্রমিকশ্রেণীর সম্মিলিত বোঝাপড়া, সংখ্যা এবং সমাবেশের বলে। তবে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঠেকাতে পুঁজিবাদের পক্ষে কোন সংখ্যালঘু গ্রুপ বাধা দিলে, সোসালিষ্টদের এগোতে হবে তার মোকাবিলা করেই। কিন্তু বলপ্রয়োগ মানে হিংস্রতা নয়। বল বা শক্তি জন্ম নেয় ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা নির্ভর জ্ঞান আর শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীন সংগঠনের মিলনে। সংখ্যা, বোধ এবং সংহহতিই আসল শক্তি। শ্রমিকশ্রেণীই সংখ্যাগরিষ্ঠ - বিশ্বের জনসংখ্যার ৯৫ ভাগ। পুঁজিবাদের সব কাজ করে শ্রমিকশ্রেণীই। কাজেই তার শক্তি হিংস্র হতে পারে না।

• নির্বাচনে জয় প্রয়োজনে বলপ্রয়োগের যুক্তিকে দুর্বল করেনা, বরং আরো শক্তিশালীই করে। অপরপক্ষে, পুঁজিবাদের নিজস্ব সংবিধান দিয়েই তা বৈধ পরাজয় ঘোষণার প্রথম পদক্ষেপ না নিয়ে, নির্বাচিত ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ শুধু যে ব্যর্থ হয় তাই নয়, শ্রেণীসচেতন শ্রমিকশ্রেণীই যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সত্যেরও অপমৃত্যু ঘটায়।

• আমরা কি করতে যাচ্ছি, বিপদটা কোথায়, সোসালিজম কি ও কেন এসব বুঝে গণতন্ত্রের লড়াই জিতে নেওয়ার সুবিধা দ্বিবিধ: (ক) সংখ্যাগরিষ্ঠ ডেলিগেট (মামুলি প্রতিনিধি নয়) পাঠিয়ে সোসালিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতার অস্তিত্ব দেখিয়ে দিতে পারি, আর (খ) অন্য কোন দিক থেকে সংখ্যগরিষ্ঠের এই নির্দেশ ঠেকাতে পার্লামেন্ট ব্যবহারের চেষ্টা হলে পার্লামেন্টের বৈধতাও বাতিল করতে পারি। গণতান্ত্রিক উপায়ে সামাজিক রূপান্তরের এই কৌশল হিংসা হতে মুক্ত এবং নিশ্চিত।

• সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পৌঁছানো এবং তা দিয়ে পুঁজি বাদের সংস্কারসাধন ও প্রশাসন চালাবার দায় নেওয়ার বদলে তার বিলোপ ঘটাবার অবস্থানে পৌঁছানোর পূর্বে সোসালিষ্টরা পুঁজিবাদী সমাজের কোন প্রশাসনিক পদ নেবে না। পার্লামেন্টে সোসালিষ্ট ডেলিগেট (এম. পি)-দের কাজ পুঁজিবাদের সরকার চালানোর প্রক্রিয়াতে সাহায্য করা নয়, প্রক্রিয়াটিকেই অক্ষম করে ফেলা, সোসালিষ্টদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা পুঁজিবাদের বিলোপ সহজসাধ্য করা। কেননা সোসালিষ্টরা পুঁজিবাদের সংস্কারমালার সমর্থনে দাঁড়ায় না, বিরোধিতাও করে না। তাদের একমাত্র ও আশু লক্ষ্য হল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

• সর্বজনীন স্বার্থে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সংখ্যাগরিষ্ঠের ওয়াকিবহাল অংশগ্রহণ ব্যতিত ভোট আর গণতন্ত্রের ধারণা অর্থহীন। চাই অংশগ্রাহী গণতন্ত্র।

• সোসালিষ্টরা রাজনৈতিক নেতাদের বিশ্বাস করে না, কারণ নেতা থাকা মানে অনুগামীও থাকা, আর উভয়েরই রাজনৈতিক অজ্ঞতায় ডুবে থাকা। নেতা-অনুগামী সম্পর্ক গণতন্ত্র বিরোধী। সংগঠন আর নেতৃত্ব একই বস্তু নয়, নেতৃত্ব ছাড়াও সংগঠন হয়। সংগঠন গণতান্ত্রিক হলে নেতৃত্ব লাগে না। সমাজের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সচেতনভাবে নিজেদের স্বার্থে নিজেদের উদ্দোগে সৃষ্টি করতে পারে সমাজতন্ত্র।

• সোসালিষ্ট পার্টির কোন নেতা হয় না, সোসালিষ্টরা সবাই সমান।

• ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট পার্টির সংগঠন আছে, নেই নেতৃত্ব। এই সংগঠন ১৯০৪ সালে প্রথম সহযোগী পার্টি - সোসালিষ্ট পার্টি অফ গ্রেট বৃটেন - প্রতিষ্ঠার সময় থেকে চলে আসা খুবই যথাযথ ও সঙ্গতিপূর্ণ এক বিশ্লেষণের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে রাজনৈতিক শ্রে ণীসংগ্রাম চালাচ্ছে।

*পরিচিতি, ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট পার্টি (ইন্ডিয়া), http://www.worldsocialistpartyindia.org/

বিনয় সরকার